সমকাল

তারিখ 26 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন বিলে সই করবেন ডিসি ইউএনও

■ বিশেষ প্রতিনিধি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন-বিলে সই করবেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। গতকাল শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ আদেশ দিয়েছে। এতে বলা হয়, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ডিসি অথবা ইউএনওর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাবে। বেসরকারি স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যের সভাপতি পদে থাকা নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় আপিল বিভাগ স্থগিত না করায় ওই পদে থাকতে পারবেন না তারা। এতে বেতন তোলা নিয়ে সৃষ্ট সংকট নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এমন আদেশ জারি করা হয়।

তবে এ আদেশ জারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজধানী ঢাকার অনেক নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যরা। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতাধিক। সিটি করপোরেশন এলাকা হওয়ায় এখানে কোনো ইউএনও নেই। শিক্ষকদের মাঝে প্রশ্ন উঠেছে, ঈদের আগে এমন শতাধিক প্রতিষ্ঠানের বিল স্বাক্ষর করা একজন জেলা প্রশাসকের পক্ষে আদৌ সম্ভব কি-না। উল্লেখ্য, ঈদের আগে আর মাত্র চার দিন ব্যাংক খোলা থাকবে। গতকাল শিক্ষা

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা আদেশে বলা হয়, 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি ও অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা হয়ে থাকে। সংসদ সদস্যরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি পদে থাকা সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নতুন নির্দেশনা দিয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা ২০০৯-এর ৬(খ) এবং ৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ নির্দেশ দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সভাপতি মনোনীত হওয়ার বিধানকে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করে গত ১ জুন রায় দেন হাইকোর্ট বিভাগ। ১২ জুন এ রায়ই বহাল রেখেছে আপিল বিভাগও। এ রায়ের ফলে এখন সারাদেশের এক হাজার ৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি পদ ছেড়ে দিতে হয়েছে সাংসদদের। এতে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন লাখ শিক্ষক-কর্মচারী ঈদের আগে তাদের বেতন-ভাতা পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এ আদেশ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।